মাদ্রাজের উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়
বনাম
এম. সি. সুব্রামানিয়াম এবং অন্যান্যরা
(২০২১ সালের বিশেষ অনুমতি পিটিশন (দেওয়ানি) নম্বর ৩০৬৩-৩০৬৪)

ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০২১
[মোহন এম. শান্তনগৌদার এবং ভিনীত সারন, বিচারপতিদ্বয়]

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮: ধারা ৮৯-তামিলনাড়ু কোর্ট ফি এবং মামলা মূল্যায়ন আইন, ১৯৫৫- ধারা ৬৯-ক- ধারা ৮৯ এর অধীনে বিবেচনা করা পদ্ধতির বাইরে তাদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদালতের বাইরে একটি ব্যক্তিগত মীমাংসায় প্রবেশ করা এবং মামলা প্রত্যাহার এবং আদালতের ফি ফেরত দেওয়ার অনুমতি চাওয়া- আদালতের ফি ফেরত - অনুমোদিততা –

আদেশ : ধারা ৬৯-ক এর উদ্দেশ্য হল যেসব পক্ষ আরও সমঝোতামূলক বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার পক্ষে তাদের মামলা প্রত্যাহার করতে বেছে নিয়েছে তাদের পুরস্কৃত করা, এইভাবে আদালতের সময় এবং সম্পদ সাশ্রয় করা, তাদের জমা করা আদালতের ফি ফেরত দাবি করার সুযোগ করে দেওয়া- আদালতের ফি ফেরত দেওয়া, যদিও এটি পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নাও হতে পারে, তবুও বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পদ্ধতি অন্বেষণের দিকে তাদের ঠেলে দেওয়ার জন্য অবশ্যই একটি আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক প্রণোদনা - ধারা ৮৯ এর উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত মীমাংসা সহজতর করা এবং ভারতীয় বিচার বিভাগের জনাকীর্ণ ডকেটকে হালকা করা - ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৬৯-ক এবং ধারা ৮৯ দেওয়ানি কার্যবিধিকে উদারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত এমনভাবে যা তাদের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণ করবে- সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যেখানে ধারা ৮৯ এর অধীনে মধ্যস্থতা কেন্দ্র বা বিকল্প বিচারিক নিষ্পত্তির অন্যান্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিকারী পক্ষগুলি তাদের আদালতের ফি ফেরত দাবি করার অধিকারী হবে, অন্যদিকে যারা ব্যক্তিগতভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করে তাদের ফেরত চাওয়ার কোনও উপায় থাকবে না - একই অবস্থানে থাকা দুজন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যমূলক আচরণ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ এর লঙ্ঘন হবে - সুতরাং, দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৮৯ কভার করবে এবং ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৬৯-ক এর সুবিধাও আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তির সমস্ত পদ্ধতিতে প্রসারিত হবে, যেগুলিতে আদালত পরবর্তীতে আইনত উপনীত হয়েছে বলে মনে করে- এইভাবে, এটি বর্তমান বিরোধকে আচ্ছাদিত করবে, যেখানে

মাদ্রাজের উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় বনাম ৫৫৩

এম. সি. সুব্রামানিয়াম এবং অন্যান্যরা

একটি ব্যক্তিগত মীমাংসা হয়েছিল এবং হাইকোর্টে আপিল প্রত্যাহারের জন্য একটি স্মারকলিপি দাখিল করা হয়েছিল।

বিধির ব্যাখ্যাঃ উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা- এটি সুনির্দিষ্ট যে আদালতগুলি কোনও সংবিধির ভাষায় অজান্তেই অস্পষ্টতার ফলে যে কোনও অসুবিধা বা অবিচার এড়াতে পারে, তার ব্যাখ্যাকে এমনভাবে তৈরি করতে পারে যাতে আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়-এর মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির পরিধি প্রসারিত করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা সেখানে ব্যবহৃত ভাষায় কঠোরভাবে আবদ্ধ নয়।

বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি খারিজ করে দিয়ে, আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১) দেওয়ানি আদালতে দীর্ঘস্থায়ী মামলা মোকদ্দমার বিস্তারের প্রেক্ষাপটে দেওয়ানি কার্যবিধি-র ৮৯ ধারার বিধানগুলি অবশ্যই বুঝতে হবে, যা বিচার ব্যবস্থার উপর অযথা বোঝা ফেলেছে, দ্রুত ন্যায়বিচারকে হতাহত হতে বাধ্য করেছে। আইন কমিশন যেমন ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৮৯ এবং সংশ্লিষ্ট বিধানগুলির সংশোধনী সম্পর্কিত তার ২৩৮ তম প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণ করেছে, ধারা ৮৯ এখন দেওয়ানি আদালতগুলিকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াগুলির দিকে দেওয়ানি বিরোধগুলিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করা এবং আদালতের বাইরে তাদের নিষ্পত্তি করতে উত্সাহিত করার বাধ্যবাধকতা তৈরি করেছে (অনুচ্ছেদ ২.৩)। এই পর্যবেক্ষণগুলি ধারা ৮৯-এর উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে স্ফটিক স্পষ্ট করে তোলে- ব্যক্তিগত নিষ্পত্তি সহজতর করতে এবং ভারতীয় বিচার বিভাগের জনাকীর্ণ ডকেটকে হালকা করতে সক্ষম করে। এই উদ্দেশ্য, ভারতীয় আদালতে সময়োপযোগী ন্যায়বিচার কার্যকর করার জন্য অত্যন্ত পবিত্র এবং অপরিহার্য, ১৯৫৫ সালের আইনের ৬৯-ক ধারাও নির্দেশ করে, যা আদালতের ফি ফেরত প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকে আরও উৎসাহিত করে। অতএব, দুটি বিধানের এই সামগ্রিক এবং কল্যাণকর উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অবশ্যই এই আদালতের ব্যাখ্যাকে অবহিত করবে।[অনুচ্ছেদ ১২]

২) এটা সুনিশ্চিত যে, আদালত আইনের ভাষায় অসাবধানতাবশত অস্পষ্টতার কারণে সৃষ্ট যেকোনো অসুবিধা বা অবিচার এড়াতে, আইনের ব্যাখ্যা এমনভাবে তৈরি করতে পারে যাতে আইন প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়। এর মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিধানের পরিধি সম্প্রসারণ করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যাতে সেই পরিস্থিতিগুলি কভার করা যায় যা এতে ব্যবহৃত ভাষায় কঠোরভাবে অন্তর্ভুক্ত নয়।

আবেদনকারীর দ্বারা আরোপিত দেওয়ানি কার্যবিধি-র ধারা ৮৯ এবং ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৬৯-ক-এর সংকীর্ণ ব্যাখ্যা এমন একটি ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে যেখানে আদালত কর্তৃক মধ্যস্থতা কেন্দ্র বা অন্যান্য কেন্দ্রে পাঠানো পক্ষগুলি তাদের আদালতের ফি সম্পূর্ণ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবে; যেখানে পক্ষগুলি-যারা একইভাবে ব্যক্তিগতভাবে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে আদালতের সময় এবং সম্পদ বাঁচায় তারা একই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে, কারণ তাদের নিষ্পত্তি চাইতে আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল না। আমাদের মতে, এই ধরনের ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে একটি অযৌক্তিক এবং অন্যায্য ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে, যেখানে দুটি শ্রেণীর পক্ষ যারা সমানভাবে উদ্দেশ্যকে সহজতর করছে এবং উপরোক্ত বিধানগুলির উদ্দেশ্যকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়, যার মধ্যে একটি শ্রেণী ১৯৫৫ সালের আইনের ৬৯-ক ধারার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এই পটভূমিতে একটি আক্ষরিক বা প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা কেবল অবিচারের দিকে পরিচালিত করবে এবং বিধানগুলির উদ্দেশ্যকে নিরর্থক করে তুলবে-এবং এইভাবে, বিধানগুলির উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যার পক্ষে সরে যাওয়া দরকার। [অনুচ্ছেদ ১৩,১৫]

৩) ধারা ৬৯-এ-র উদ্দেশ্য হল যে পক্ষগুলি আরও সমঝোতামূলক বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার পক্ষে তাদের মামলা প্রত্যাহার করতে বেছে নিয়েছে, এইভাবে আদালতের সময় এবং সম্পদ সাশ্রয় করে, তাদের জমা করা আদালতের ফি ফেরত দাবি করতে সক্ষম করে। আদালতের ফি ফেরত দেওয়া, যদিও এটি পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের উপাদানের সাথে যুক্ত নাও হতে পারে, অবশ্যই বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পদ্ধতিগুলি অন্বেষণের দিকে তাদের চাপ দেওয়ার জন্য একটি আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক উদ্দীপক। যেমন কর্ণাটক হাইকোর্ট যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে-কামালাম্মার ক্ষেত্রে, যে পক্ষগুলি ধারা ৮৯ এর অধীনে বিচারিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছাড়াই তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়েছে, দেওয়ানি কার্যবিধি এই সুবিধার আরও বেশি যোগ্য। এর কারণ হল, নিজেদের দাবিগুলি নিজেরাই সমাধান করতে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে তারা বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য তৃতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করার যৌক্তিক ঝামেলা থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছে। যদিও সালিশ ও মধ্যস্থতা অবশ্যই স্বস্তিদায়ক বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, তবুও আমরা এটাও দেখতে পাই যে পক্ষগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করা যায় না। কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই কেন ধারা ৬৯-ক কেবলমাত্র দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৮৯-এ বর্ণিত আদালতের বাইরে নিষ্পত্তির পদ্ধতিগুলিকে উৎসাহিত করবে এবং পক্ষগুলির দ্বারা ব্যবহৃত অন্যান্য পদ্ধতির সাথে সৎ-ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ করবে। [অনুচ্ছেদ ১৯]

মাদ্রাজের উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় বনাম ৫৫৫

এম. সি. সুব্রামানিয়াম এবং অন্যান্যরা

৪.১) স্বীকারযোগ্যভাবে, এমন পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে পক্ষগুলি দীর্ঘস্থায়ী বিচারের পরে, বা একাধিক তুচ্ছ মামলা মোকদ্দমার পরে, তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করার ছদ্মবেশে আদালতের ফি ফেরত চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আদালত আর, পক্ষগুলির পূর্ববর্তী আচরণ এবং সাম্যের নীতিগুলি বিবেচনা করে, আদালতের ফি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নিয়মের অধীনে ত্রাণ দিতে অস্বীকার করতে পারে। তবে, বর্তমান মামলাটি এমন প্রকৃতির নয়। [অনুচ্ছেদ ১৯]

৪.২) এইভাবে, যদিও ১৯৫৫ সালের আইনের সি ধারা ৮৯, দেওয়ানি কার্যবিধি এবং ৬৯-এ-র শর্তাবলীর কঠোর গঠন পক্ষগুলির মধ্যে এই ধরনের ব্যক্তিগত আলোচনা এবং নিষ্পত্তি অন্তর্ভুক্ত নাও করতে পারে, তবে এই ধরনের নিষ্পত্তির অংশগ্রহণকারীরা সেই একই সুবিধার অধিকারী হবেন যাদের ধারা ৮৯, দেওয়ানি কার্যবিধি-র অধীনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিগুলি অন্বেষণ করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও রেজিস্ট্রি/রাজ্য সরকার স্বল্পমেয়াদে এককালীন আদালতের ফি হারাবে, তবে দীর্ঘমেয়াদে মামলা মোকদ্দমার একটি অন্তহীন চক্র পরিচালনার ব্যয় এবং সুযোগ ব্যয় সংরক্ষণ করা হবে। তাই উত্তরদাতা নং-কে অনুমতি দেওয়া তাদের নিজস্ব স্বার্থে। আমার দাবি। [অনুচ্ছেদ ২০]

৪.৩) সুতরাং, হাইকোর্ট সঠিক বলে রায় দিয়েছে যে দেওয়ানি কার্যবিধি-এর ধারা ৮৯ এবং ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৬৯-ক উদারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। এই বিস্তৃত উদ্দেশ্যমূলক গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্টের সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত করা হয়েছে। দেওয়ানি কার্যবিধি-এর ধারা ৮৯ কভার করবে এবং ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৬৯-ক এর সুবিধাগুলিও, পক্ষগুলির মধ্যে আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তির সমস্ত পদ্ধতিতে প্রসারিত হবে, যেগুলি আদালত পরবর্তীতে আইনতভাবে উপনীত হয়েছে বলে মনে করে। এইভাবে, এটি বর্তমান বিতর্ককে কভার করবে, যেখানে একটি ব্যক্তিগত মীমাংসা হয়েছিল এবং হাইকোর্টের সামনে আপিল প্রত্যাহারের জন্য একটি স্মারকলিপি দাখিল করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রেও, আপিলকারী, অর্থাৎ, বিবাদী নং ১ আদালতের ফি ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন। [অনুচ্ছেদ ২১]

প্রয়োগকারী অধিদপ্তর বনাম দীপাক মাহাজান, ১৯৯৪ ৩ এস সি সি ৪৪০ঃ [১৯৯৪] ১ এস সি আর ৪৪৫; শাইলেশ ধৈর্যবান বনাম মহান বাল কৃষ্ণালুল্লা, (২০১৬) ৩ এস সি সি ৬১৯ঃ [২০১৫] ১২ এস

সি আর ৭০; আনুরাগ মিত্তাল বনাম শাইল্য মিশ্রা মিত্তাল, [২০১৮] ১০ এস সি আর ১২৩- এ নির্ভর করে।

কামালাম্মা এবং অন্যান্যরা বনাম হোন্নালি তালুক কৃষি উৎপাদন সমবায় বিপণন সমিতি লিমিটেড, (২০১০) ১ এ আই আর কর্ণাটক আর ২৭৯ঃ প্রাদীপ সনাণ্ডাত বনাম সাতিশ প্রাকাশ, ২০১৫ (১) আর সি আর দেওয়ানী ৯৫৫; প্রিতাম সিং বনাম আশক কুমার, ২০১৯ (১) আইন প্রণেতা (পি এবং এইচ) ৭২১; রাজ কুমার বনাম আইনি প্রতিনিধির মাধ্যমে গাইন্দা দেবি এবং অন্যান্যরা, ২০১৯ এস সি সি অনলাইন পি এবং এইচ ৬৫৮; জে কে ফোরজিংস বনাম এসার কনস্ট্রাকশন ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০০৯) ১১৩ ডি আর জে ৬১২; ইন্দেরজীত কাউর রাইনা বনাম হারভিন্দের কাউর আনান্দ, ২০১৮ এস সি সি অনলাইন দিল্লি ৬৫৫৭- উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন উল্লেখ

[১৯৯৪] ১ এস. সি. আর. ৪৪৫	নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৩
[২০১৫] ১২টি এস. সি. আর. ৭০	নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০১৩৮] ১০টি এস. সি. আই. এল. ১২৩	নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৪

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের বিশেষ অনুমতি পিটিশন (দেওয়ানি) নং ৩০৬৩-৩০৬৪

মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ০৮.০১.২০২০ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে, ২০১৯ সালের সি.এম.পি. নং ২৬৭৪২ এবং ২৬৭৪৩।

আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী অনিশ আর. শাহ।

মহান এম শাতানাগউদার, বিচারপতি আদালতের রায় প্রদান করেন।

১. এই বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি মাদ্রাজ হাইকোর্টের (এরপর থেকে 'হাইকোর্ট') ৮.০১.২০২০ তারিখের সাধারণ আদেশ এবং রায় থেকে উদ্ভূত। বিতর্কিত রায়ের মাধ্যমে, হাইকোর্ট ২০১৯ সালের দেওয়ানি বিবিধ আবেদন নং ২৬৭৪২ এবং ২৬৭৪৩ মঞ্জুর করেছে, যেখানে উত্তরদাতা নং ১ হাইকোর্টের সামনে তার দ্বারা দাখিল করা আপিল মামলা নং ৮৭৬/২০১২ এবং ৫৬৬/২০১৩-এ জমা দেওয়া আদালতের ফি ফেরত দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন।

২. এই আবেদনগুলির কারণগুলি নিম্নরূপ: বিবাদী নং ১, বিবাদী নং ২ থেকে দুটি পৃথক ভাড়া চুক্তির মাধ্যমে দুটি গাড়ি কিনেছিলেন (এরপরে, 'চুক্তি-১' এবং 'চুক্তি-২'; সম্মিলিতভাবে, 'চুক্তি')। ১০.০৬.১৯৯৬ তারিখে, যার অধীনে বিবাদী নং ১ ছিলেন প্রধান দেনাদার/ভাড়াটে, এবং বিবাদী নং ৩ এবং

মাদ্রাজের উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় বনাম ৫৫৭

এম. সি. সুব্রামানিয়াম এবং অন্যান্যরা

৪ ছিলেন চুক্তির জামিনদার। চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে, বিবাদী নং ১, দুটি গাড়ির প্রতিটির জন্য বিবাদী নং ২ কে নির্ধারিত কিস্তিতে ১০,০৮,০০০/- টাকা প্রদান করতে হয়েছিল।

৩) আমাদের উদ্দেশ্যে এখানে উল্লেখ করা যথেষ্ট যে বিবাদী নং ২ কোয়েম্বাটোরের অতিরিক্ত জেলা মুন্সেফ আদালত (এরপর থেকে 'মুন্সেফ আদালত') এবং কোয়েম্বাটোরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত (এরপর থেকে 'জেলা আদালত') এর সামনে যথাক্রমে বিবাদী নং ১, ৩ এবং ৪ এর বিরুদ্ধে মূল মামলা নং ৬৬/২০০৩ এবং ৭৬/২০০৩ দাখিল করেছিলেন। দুটি মামলায়, বিবাদী নং ২ চুক্তি-১ এবং চুক্তি-২-এ নির্ধারিত কিস্তির জন্য যথাক্রমে ৬,৬৪,০০০/- এবং ৫,৯৭,২০০/- টাকা পরিশোধ না করার অভিযোগ করেছেন এবং বাকি অর্থ সুদ সহ পুনরুদ্ধারের দাবি করেছেন। মূল মামলা নং ৬৬/২০০৩ এবং ৭৬/২০০৩ উভয়ই আংশিকভাবে মুন্সেফ আদালত এবং জেলা আদালত কর্তৃক যথাক্রমে ১৩.০২.২০০৪ এবং ৩১.০১.২০০৫ তারিখের রায় দ্বারা ডিক্রি করা হয়েছিল।

৪) সংক্ষুব্ধ হয়ে, বিবাদী নং ১, ও.এস. নং ৬৬/২০০৩ এবং ও.এস. নং ৭৬/২০১৩ এর রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যথাক্রমে আপিল মামলা নং ৮৭৬/ ২০১২ এবং ৫৬৬/২০১৩ আবেদন করেন। আপিলগুলি হাইকোর্টে বিবেচনাধীন থাকাকালীন, পক্ষগুলি আদালতের বাইরে একটি ব্যক্তিগত মীমাংসায় প্রবেশ করে, যার ফলে তাদের মধ্যে বিরোধের সমাধান হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিবাদী নং ১, আপিল মামলা নং ৮৭৬/২০১২ এবং ৫৬৬/২০১৩ প্রত্যাহারের অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে একটি স্মারকলিপি দাখিল করেন।

৫) হাইকোর্টের উপরোক্ত নির্দেশ সত্ত্বেও, রেজিস্ট্রি বিবাদী নং ১-এর কোর্ট ফি ফেরতের অনুরোধ মৌখিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এই কারণে যে এই ধরনের ফেরত প্রাসঙ্গিক নিয়ম দ্বারা অনুমোদিত নয়। কোনও উপায় ছাড়াই, ২৫.১২.২০১৯ তারিখে, বিবাদী নং ১ দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (এরপরে 'দেওয়ানি কার্যবিধি') এর ১৫১ ধারার অধীনে দেওয়ানী বিবিধ পিটিশন নং ২৬৭৪২/২০১৯ এবং ২৬৭৪৩/২০১৯ দায়ের করেন, ১৮.০৯.২০১৯ এবং ১৬.০৯.২০১৯ তারিখের আদেশ অনুসারে যথাক্রমে এ.এস. নং ৮৭৬/২০১২ এবং ৫৬৬/২০১৩ এ তার দ্বারা প্রদত্ত কোর্ট ফি ফেরতের জন্য আবেদন করেন।

৬)৮.০১.২০২০ তারিখের বিতর্কিত সাধারণ রায় এবং আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট উপরোক্ত দেওয়ানি বিবিধ আবেদনগুলি মঞ্জুর করেছেন এবং রেজিস্ট্রিকে এখানে উত্তরদাতা নং ১-কে সম্পূর্ণ কোর্ট ফি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

৭)প্রাসঙ্গিক নিয়ম অনুসারে কোর্ট ফি ফেরত দেওয়া অনুমোদিত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে, হাইকোর্ট তামিলনাড়ু কোর্ট ফি এবং মামলা মূল্যায়ন আইন, ১৯৫৫ (এরপর থেকে '১৯৫৫ আইন') এর ধারা ৬৯-ক বিবেচনা করেছে, যা নিম্নরূপ পড়েছেঃ

"৬৯-ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ৮৯ এর অধীনে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফেরত।—যেখানে আদালত মামলার পক্ষগুলিকে দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সালের কেন্দ্রীয় আইন V) এর ধারা ৮৯ এ উল্লিখিত বিরোধ নিষ্পত্তির যে কোনও পদ্ধতিতে পাঠায়, সেখানে প্রদত্ত ফি এই ধরণের রেফারেন্সের ভিত্তিতে ফেরত দেওয়া হবে। এই ধরণের ফেরতের জন্য বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।" (জোর দেওয়া হয়েছে)

আপিল মামলাগুলিকে মূল মামলার ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচনা করে, এবং অতএব ধারা ৬৯-ক-এ বর্ণিত 'মামলা'-এর আওতায় পড়ে, আদালত দেওয়ানি কার্যবিধির ৮৯ ধারার নোটিশ গ্রহণ করে, যা নিম্নরূপ:

"৮৯) আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তি-(১) যেখানে আদালতের কাছে মনে হয় যে কোনও মীমাংসার কিছু উপাদান রয়েছে - যা পক্ষগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, আদালত মীমাংসার শর্তাবলী প্রণয়ন করবে এবং পক্ষগুলিকে তাদের পর্যবেক্ষণের জন্য দেবে এবং পক্ষগুলির পর্যবেক্ষণ পাওয়ার পর, আদালত সম্ভাব্য মীমাংসার শর্তাবলী পুনর্গঠন করতে পারে এবং এর জন্য একই উল্লেখ করতে পারেঃ

(ক) সালিশ;

(খ) সমঝোতা;

(গ) লোক আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা সহ বিচার বিভাগীয় নিষ্পত্তিঃ অথবা

(ঘ) মধ্যস্থতা।

(২) যদি কোনও বিরোধ উল্লেখ করা হয়-

(ক) সালিশ বা সমঝোতার জন্য, সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬-এর ২৬)-এর বিধানগুলি এমনভাবে প্রযোজ্য হবে যেন সালিশ বা সমঝোতার কার্যধারা সেই আইনের বিধানগুলির অধীনে নিষ্পত্তির জন্য উল্লেখ করা হয়েছে;

(খ) লোক আদালতে, আদালত আইনগত সেবা কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সালের ৩৯) এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে তা লোক আদালতে প্রেরণ করবে এবং লোক আদালতে প্রেরিত বিরোধের ক্ষেত্রে ঐ আইনের অন্যান্য সমস্ত বিধান প্রযোজ্য হবে;

মাদ্রাজের উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় বনাম ৫৫৯

এম. সি. সুব্রামানিয়াম এবং অন্যান্যরা

(গ) বিচার বিভাগীয় নিষ্পত্তির জন্য, আদালত এটিকে একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করবে এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে একটি লোক আদালত হিসাবে গণ্য করা হবে এবং লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি অ্যাক্ট, ১৯৮৭ (১৯৮৭-এর ৩৯)-এর সমস্ত বিধানগুলি এমনভাবে প্রযোজ্য হবে যেন সেই আইনের বিধানগুলির অধীনে বিরোধটি কোনও লোক আদালতে প্রেরণ করা হয়েছিল;

(ঘ) মধ্যস্থতার জন্য, আদালত পক্ষগুলির মধ্যে একটি আপস করবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে।"

৮) উপরোক্ত বিধানগুলি যথাযথ বিবেচনা করার পর, উচ্চ আদালত রায় দেয় যে, তাদের লাভজনক উদ্দেশ্যের কারণে, এগুলিকে উদারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত, এমনভাবে যা তাদের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণ করে। এগুলিকে সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যেখানে দেওয়ানি কার্যবিধি-এর ধারা ৮৯ এর অধীনে মধ্যস্থতা কেন্দ্র বা বিকল্প বিচারিক নিষ্পত্তির অন্যান্য কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তিকারী পক্ষগুলি তাদের আদালতের ফি ফেরত দাবি করার অধিকারী হবে, অন্যদিকে যে পক্ষগুলি ব্যক্তিগতভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করে তাদের ফেরত চাওয়ার কোনও উপায় থাকবে না। তদনুসারে, হাইকোর্ট মতামত দিয়েছে যে একই অবস্থানে থাকা দুজন ব্যক্তির মধ্যে এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হবে। অতএব, হাইকোর্টের দৃষ্টিতে, দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৮৯ এর একটি সাংবিধানিক ব্যাখ্যা এবং ফলস্বরূপ ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৬৯-ক এর জন্য এই বিধানগুলি আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তির সমস্ত পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করবে যা আদালত পরবর্তীতে আইনতভাবে উপনীত হয়েছে বলে মনে করে।

৯) অসন্তুষ্ট হয়ে, আবেদনকারী এখানে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়কে আপত্তি করেছেন।

১০) আবেদনকারীর যুক্তির মূল কথা হল, ১৯৫৫ সালের আইনের ৬৯-ক ধারা কেবলমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে আদালতের ফি ফেরত দেওয়ার কথা বিবেচনা করে যেখানে আদালত নিজেই পক্ষগুলিকে দেওয়ানি কার্যবিধির ৮৯ ধারায় তালিকাভুক্ত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতির কাছে পাঠায়। অতএব, এটি বর্তমান মামলার মতো পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয়, যেখানে আদালতের কোনও রেফারেন্স ছাড়াই পক্ষগুলি দেওয়ানি কার্যবিধির ৮৯ ধারায় বিবেচিত পদ্ধতির বাইরে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে ব্যক্তিগতভাবে সম্মত হয়েছে।

এই আদালতের বিশ্লেষণ

১১) আবেদনকারীর কথা শোনার পর এবং যুক্তিসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করার পর, আমরা নীচে বর্ণিত কারণগুলির জন্য আবেদনকারীর যুক্তিগুলি দ্বারা প্রভাবিত হই না।

১২) দেওয়ানি কার্যবিধির ৮৯ ধারার বিধানগুলি দেওয়ানি আদালতে মামলা-মোকদ্দমার দীর্ঘস্থায়ী বিস্তারের পটভূমিতে বোঝা উচিত, যা বিচার ব্যবস্থার উপর অযৌক্তিক বোঝা চাপিয়েছে, যার ফলে দ্রুত ন্যায়বিচারকে 'একটি দুর্ঘটনায়' পরিণত হতে বাধ্য করেছে। আইন কমিশন ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ৮৯ ধারার সংশোধনী এবং সংশ্লিষ্ট বিধানের ২৩৮তম প্রতিবেদনে যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে, ৮৯ ধারা এখন দেওয়ানি আদালতের উপর দেওয়ানি বিরোধগুলিকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার এবং আদালতের বাইরে তাদের নিষ্পত্তিকে উৎসাহিত করার জন্য বাধ্যতামূলক করেছে (অনুচ্ছেদ ২.৩)। এই পর্যবেক্ষণগুলি ধারা ৮৯-এর উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে তোলে - ব্যক্তিগত নিষ্পত্তি সহজতর করা এবং ভারতীয় বিচার বিভাগের জনাকীর্ণ ডকেটকে হালকা করা। ভারতীয় আদালতে সময়োপযোগী ন্যায়বিচার কার্যকর করার জন্য এই উদ্দেশ্যটি পবিত্র এবং অপরিহার্য হওয়ায়, ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৬৯-ক-এরও ইঙ্গিত দেয়, যা আদালতের ফি ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তিকে আরও উৎসাহিত করে। অতএব, দুটি বিধানের এই সামগ্রিক এবং কল্যাণকর উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অবশ্যই এই আদালতের ব্যাখ্যাকে অবহিত করবে।

১৩) উপরোক্ত বিধানগুলির আমাদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা করার আগে, প্রয়োগ অধিদপ্তর বনাম দীপক মহাজন, ১৯৯৪ ৩ এস সি সি ৪৪০ মামলায় এই আদালতের ব্যাখ্যামূলক ভূমিকার নিম্নলিখিত ধারণাটি বিবেচনা করা উচিত-

> "২৪-যদিও আদালতের কাজ কেবল আইন ব্যাখ্যা করা, আইন প্রণয়ন করা নয়, তবুও আইনসভাকে তার উদ্দেশ্য এবং আইনের চেতনা বাস্তবায়নে অসুবিধাগুলি সমাধানের জন্য বসতে বলা যাবে না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আদালতের কর্তব্য হল আইনকে উদারভাবে ব্যাখ্যা করে আইন গঠন করা বা সৃজনশীলভাবে ব্যাখ্যা করা।
>
> ২৫. ম্যাক্সওয়েল অন ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্ট্যাচুটে, দশম সংস্করণে. ২২৯ পৃষ্ঠায়, নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ পাওয়া গেছেঃ
>
> "যেখানে কোনও আইনের ভাষা, তার সাধারণ অর্থ এবং ব্যাকরণগত গঠনে, আইন প্রণয়নের আপাত উদ্দেশ্যের সাথে স্পষ্ট দ্বন্দ্বের দিকে পরিচালিত করে, অথবা কোনও অসুবিধা বা অযৌক্তিকতা, কষ্ট বা অবিচারের দিকে পরিচালিত করে, যা সম্ভবত উদ্দেশ্য নয়, সেখানে এমন

মাদ্রাজের উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় বনাম ৫৬১

এম. সি. সুব্রামানিয়াম এবং অন্যান্যরা

একটি গঠন স্থাপন করা যেতে পারে যা শব্দের অর্থ এবং এমনকি বাক্যের কাঠামোকেও পরিবর্তন করে। ... যেখানে কোনও আইনের মূল উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য স্পষ্ট, সেখানে প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে অথবা ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ অসংলগ্নতা ব্যতীত, খসড়াকারে আইনের খসড়াকারীর অদক্ষতা বা আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এটিকে বাতিল করা উচিত নয়।" (জোর দেওয়া হয়েছে)

অতএব, এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে আদালতগুলি কোনও সংবিধির ভাষায় অজান্তেই অস্পষ্টতার ফলে যে কোনও অসুবিধা বা অবিচার এড়ানোর জন্য, আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এর ব্যাখ্যাটি তৈরি করতে পারে। এর মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির পরিধি প্রসারিত করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা সেখানে ব্যবহৃত ভাষায় কঠোরভাবে আবদ্ধ নয়।

১৪) আইনগত ব্যাখ্যার এই নীতিটি নিশ্চিত করা হয়েছে অতি সম্প্রতি শৈলেশ ধৈর্যবান বনাম মোহন মামলার রায়ে বালকৃষ্ণ লুল্লা, (২০১৬) ৩ এস সি সি ৬১৯-

"৩৩-যদিও কিছু সময় আগে পর্যন্ত ব্যাখ্যার আক্ষরিক নিয়মকে "সুবর্ণ নিয়ম" হিসেবে বিবেচনা করা হত, এখন উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যার মতবাদই প্রাধান্য পাচ্ছে, বিশেষ করে সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে আক্ষরিক ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য পূরণ নাও করতে পারে বা অযৌক্তিকতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যদি এটি এমন একটি পরিণতি নিয়ে আসে যা আইনের উদ্দেশ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে তা মেনে নেওয়া যায় না।" (জোর দেওয়া হয়েছে)

অনুরাগ মিত্তল বনাম শায়লি মিশ্র মিত্তল, (২০১৮) ৯ এস. সি. সি ৬৯১ মামলায় এই আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তে এটি অনুসরণ করা হয়েছিল।

১৫) আইনগত ব্যাখ্যার এই প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার আলোকে, আমরা এখন সেই নির্দিষ্ট বিধানগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব যা বর্তমান বিতর্কের বিষয়। আবেদনকারী কর্তৃক আরোপিত দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৮৯ এবং ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৬৯-ক-এর সংকীর্ণ ব্যাখ্যা এমন একটি ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে যেখানে আদালত কর্তৃক মধ্যস্থতা কেন্দ্র বা অন্যান্য কেন্দ্রে পাঠানো পক্ষগুলি তাদের আদালতের ফি সম্পূর্ণরূপে ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবে; অন্যদিকে যারা একইভাবে তাদের বিরোধ ব্যক্তিগতভাবে নিষ্পত্তি করে আদালতের সময় এবং সম্পদ সাশ্রয় করে তারা একই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে, কারণ তাদের নিষ্পত্তির জন্য আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়নি। আমাদের মতে, এই ধরনের ব্যাখ্যা স্পষ্টতই একটি অযৌক্তিক এবং অন্যায্য পরিণতির দিকে পরিচালিত করে, যেখানে দুটি শ্রেণীর পক্ষ যারা উপরোক্ত বিধানগুলির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে সমানভাবে সহায়তা করছে তাদের সাথে ভিন্ন আচরণ করা হয়,

যেখানে একটি শ্রেণী ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৬৯-ক এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এই পটভূমিতে একটি আক্ষরিক বা প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা কেবল অন্যায়ের দিকে পরিচালিত করবে এবং বিধানগুলির উদ্দেশ্যকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে - এবং তাই, বিধানগুলির একটি উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যার পক্ষে এটিকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

১৬) এটি লক্ষ করা প্রাসঙ্গিক যে, বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্যান্য রাজ্যের হাইকোর্টগুলিও সমর্থন করেছে। কামালাম্মা এবং অন্যান্যরা বনাম হোন্নালি তালুক কৃষি উৎপাদন সমবায় বিপণন সমিতি লিমিটেড ,(২০১০) ১ এ. আই. আর কর. আর. ২৭৯ -এ কর্ণাটক হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে এটি নিম্নরূপ ছিলঃ

> "৬. মামলা বা আপিল বা অন্য কোনও কার্যধারার পক্ষগুলি - ধারা ৮৯, দেওয়ানি কার্যবিধি এর বিধান প্রয়োগ করে সালিশ, ধ্যান, অথবা লোক আদালতে সমঝোতার মাধ্যমে তাদের বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি করুক বা তারা লোক আদালত ইত্যাদিতে কোনও সালিসকারী/মধ্যস্থতাকারী/সমঝোতাকারীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই এবং ধারা ৮৯, দেওয়ানি কার্যবিধি এর বিধান প্রয়োগ না করেই নিজেদের মধ্যে একই নিষ্পত্তি করুক, তবে সত্যটি রয়ে গেছে যে তারা আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে। যদি তারা ধারা ৮৯, দেওয়ানি কার্যবিধি ব্যবহার করে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কিছু ব্যয় বহন করতে হতে পারে, কিন্তু যদি তারা আদালত বা অন্য কারো, যেমন সালিসকারী/মধ্যস্থতাকারী ইত্যাদির হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে, তাহলে রাষ্ট্রের কোনও ব্যয় হবে না। তাই, আমার বিবেচনাধীন মতামত হল যে মামলার পক্ষগুলি ধারা ৮৯, দেওয়ানি কার্যবিধি ব্যবহার করে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করুক বা ধারা ৮৯, দেওয়ানি কার্যবিধি ব্যবহার না করেই নিজেদের মধ্যে একই নিষ্পত্তি করুক, তাহলে আদালতের ফি প্রদানকারী পক্ষের আদালতের ফি আইন, ১৮৭০ এর ধারা ১৬ এর অধীনে প্রদত্ত সম্পূর্ণ আদালতের ফি ফেরত পাওয়ার অধিকার থাকা উচিত।" (জোর দেওয়া হয়েছে)

১৮৭০ সালের কোর্ট-ফি আইনের ১৬ ধারা ১৯৫৫ সালের আইনের ৬৯-ক ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাই উপরোক্ত নীতিগুলি বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

১৭) কমলাম্মা (উপরোক্ত) মামলার রায়ের পরে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট প্রদীপ সোনাওয়াত বনাম সতীশ প্রকাশ, ২০১৫ (১) আরসিআর দেওয়ানি ৯৫৫ এবং প্রীতম সিং বনাম অশোক কুমার, ২০১৯ (১) আইন প্রণেতা (পি এবং এইচ) ৭২১ মামলায় রায় দিয়েছে, যা পরবর্তীতে রাজ কুমার বনাম আইনি প্রতিনিধি মাধ্যমে গৈন্দা দেবী এবং অন্যান্যরা মামলা, ২০১৯ এসসিসি অনলাইন পি এবং এইচ ৬৫৮ মামলার মাধ্যমে আরও নিশ্চিত করা হয়েছে।

মাদ্রাজের উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় বনাম ৫৬৩

এম. সি. সুব্রামানিয়াম এবং অন্যান্যরা

১৮) দিল্লি হাইকোর্টও একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে জে কে ফোরজিংস বনাম এসার কনস্ট্রাকশন ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্যরা, (২০০৯) ১১৩ ডি. আর. জে ৬১২:

"১১) এই ধারাগুলি সন্নিবেশ এবং সংশোধন করে যে প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য অর্জন করা হয়েছে তা হল দ্রুত নিষ্পত্তি। আইনের পিছনে নীতি হল নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলার সংখ্যা হ্রাস করা। দেওয়ানি কার্যবিধি এর ধারা ৮৯ এবং ধারা ১৬ কোর্ট ফি আইন এই দিকে স্বাগত পদক্ষেপ, যেহেতু মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই নিষ্পত্তিকে উৎসাহিত করা আদালতের কর্তব্য। আদালতে মামলার বিশাল জট পাকা বর্তমান পরিস্থিতিতে, একটি উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রগতিশীল ব্যাখ্যা বর্তমান সময়ের চাহিদা। আইনসভার উদ্দেশ্য মূলত বস্তুগত বিধানগুলিতে ব্যবহৃত বস্তু এবং শব্দগুলি থেকে সংগ্রহ করা। আইনটিকে তাদের সরল ব্যাকরণগত অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে।

১২) এটা খুবই স্পষ্ট যে কোর্ট ফি আইনের ধারা ১৬-এর আইনগত উদ্দেশ্য এতটাই বিস্তৃত করা হয়েছিল যে, মামলার কার্যক্রমের পর্যায় নির্বিশেষে পক্ষগুলি যে কোনও পরিস্থিতিতেই মীমাংসা করতে পারে, সেই সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় নেওয়া সম্ভব। এটাও স্পষ্ট যে এই বিধানটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল আদালতের দ্বারস্থ পক্ষকে এক ধরণের উৎসাহ প্রদান করা যাতে তারা বিরোধটি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে পারে এবং আদালতের ফি সম্পূর্ণরূপে ফেরত পেতে পারে। এই অবস্থান বিবেচনা করে, বর্তমান আবেদনটি মঞ্জুর করতে হবে।

১৪) এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে মামলার পক্ষগুলি দীর্ঘ বিচারের পরে নিষ্পত্তির জন্য আদালতে এসেছে। যদি দীর্ঘ বিচারের মামলা হত তবে আদালতের ফি ফেরত না দেওয়ার বিষয়টি ন্যায্যতা প্রমাণিত হতে পারত, তবে এই জাতীয় ক্ষেত্রে আদালতের পক্ষগুলিকে উৎসাহিত করার এবং অভিযোগের সাথে সংযুক্ত আদালতের ফি তাদের উৎসাহিত করার জন্য ফেরত দেওয়ার প্রচেষ্টা করা উচিত

XXX

১৭) এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে মামলার পক্ষগুলি দীর্ঘ বিচারের পরে নিষ্পত্তির জন্য আদালতে এসেছে। যদি দীর্ঘ বিচারের মামলা হত তবে আদালতের ফি ফেরত না দেওয়ার বিষয়টি ন্যায্যতা প্রমাণিত হতে পারত, তবে এই জাতীয় ক্ষেত্রে আদালতের পক্ষগুলিকে উৎসাহিত করার এবং অভিযোগের সাথে সংযুক্ত আদালতের ফি তাদের উৎসাহিত করার জন্য ফেরত দেওয়ার প্রচেষ্টা করা উচিত।

১৮) এই ধারার শর্ত এই নয় যে আদালতকে সর্বদা পক্ষগুলিকে বিরোধ নিষ্পত্তি ফোরামে পাঠাতে হবে। যদি পক্ষগুলি আদালতের বাইরে নিষ্পত্তিতে পৌঁছে থাকে তবে ন্যায়বিচারের নীতির সাপেক্ষে এটিকে স্বাগত জানানো উচিত।

১৯) কোর্ট ফি আইন একটি কর আরোপকারী আইন এবং এর কঠোর ব্যাখ্যা করতে হবে এবং যেকোনো অস্পষ্টতার সুবিধা রাষ্ট্রের নয় বরং দলের পক্ষে যেতে হবে। "(জোর দেওয়া হয়েছে)

কমলাম্মা (উপরোক্ত) এবং জে কে. ফোরজিংস (উপরোক্ত) উভয় ক্ষেত্রেই গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির উপর দিল্লি হাইকোর্ট পরবর্তীকালে ইন্দ্রজিৎ কৌর রায়না বনাম হরবিন্দর কৌর আনন্দ, ২০১৮ এস. সি. সি অনলাইন দিল্লি ৬৫৫৭-এ নির্ভর করেছে।

১৯) আমরা উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতির সাথে একমত। ধারা ৬৯-ক এর উদ্দেশ্য হল সেইসব পক্ষকে পুরস্কৃত করা যারা আরও সমঝোতামূলক বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার পক্ষে তাদের মামলা প্রত্যাহার করতে বেছে নিয়েছে, এইভাবে আদালতের সময় এবং সম্পদ সাশ্রয় করে, তাদের জমা দেওয়া কোর্ট ফি ফেরত দাবি করার সুযোগ করে দেয়। আদালতের ফি ফেরত দেওয়ার এই পদ্ধতি, যদিও তা পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নাও হতে পারে, তবুও বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পদ্ধতি অন্বেষণের দিকে তাদের ঠেলে দেওয়ার জন্য অবশ্যই একটি আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক প্রণোদনা। কর্ণাটক হাইকোর্ট কমলাম্মা (উপরোক্ত) মামলায় যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, ৮৯ ধারা, দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে বিচারিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই যে সকল পক্ষ তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়েছে, তারা এই সুবিধার আরও বেশি যোগ্য। এর কারণ হল, নিজেদের দাবি নিজেরাই সমাধান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে, তারা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি তৃতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করার লজিস্টিক ঝামেলা থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছে। যদিও সালিশ এবং মধ্যস্থতা অবশ্যই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি কল্যাণকর প্রক্রিয়া, আমরা এটাও দেখতে পাই যে পক্ষগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করা যায় না। আমাদের মতে, ধারা ৬৯-ক কেন কেবল ধারা ৮৯, দেওয়ানি কার্যবিধি-তে বর্ণিত আদালতের বাইরে নিষ্পত্তির পদ্ধতিগুলিকে উৎসাহিত করবে এবং পক্ষগুলির দ্বারা ব্যবহৃত অন্যান্য পদ্ধতির সাথে সৎ-ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ করবে তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

অবশ্যই, এমন পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে পক্ষগুলি দীর্ঘমেয়াদী বিচার প্রক্রিয়ার পরে, অথবা একাধিক তুচ্ছ মামলার পরে, তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির আড়ালে আদালতের ফি ফেরত চেয়ে আদালতের

মাদ্রাজের উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় বনাম ৫৬৫

এম. সি. সুব্রামানিয়াম এবং অন্যান্যরা

কাছে আবেদন করে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, আদালত, পক্ষগুলির পূর্ববর্তী আচরণ এবং ন্যায্যতার নীতি বিবেচনা করে, আদালতের ফি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নিয়মের অধীনে প্রতিকার প্রদান করতে অস্বীকার করতে পারে। তবে, আমরা বর্তমান মামলাটিকে সেই ধরণের বলে মনে করি না।

২০) সুতরাং, যদিও ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৮৯, দেওয়ানি কার্যবিধি এবং ৬৯-ক এর শর্তাবলীর কঠোর কাঠামোর মধ্যে পক্ষগুলির মধ্যে এই ধরনের ব্যক্তিগত আলোচনা এবং নিষ্পত্তি অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে, আমরা জোর দিয়ে বলছি যে এই ধরনের নিষ্পত্তিতে অংশগ্রহণকারীরা ধারা ৮৯, দেওয়ানি কার্যবিধি এর অধীনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি অন্বেষণ করার জন্য যাদেরকে রেফার করা হয়েছে তাদের মতো একই সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের কাছে এটা বিভ্রান্তিকর যে আবেদনকারীর এই ধরনের সুবিধা প্রদানের এত তীব্র বিরোধিতা করা উচিত। যদিও স্বল্পমেয়াদে রেজিস্ট্রি/রাজ্য সরকার এককালীন কোর্ট ফি হারাবে, তবে দীর্ঘমেয়াদে তারা মামলার অন্তহীন চক্র পরিচালনার ব্যয় এবং সুযোগ ব্যয় থেকে বেঁচে যাবে। তাই বিবাদী নং ১-এর দাবি মঞ্জুর করা তাদের নিজস্ব স্বার্থে।

২১) সুতরাং, আমাদের দৃষ্টিতে, হাইকোর্টের এই রায় সঠিক ছিল যে দেওয়ানি কার্যবিধি-র ধারা ৮৯ এবং ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৬৯-এ-কে উদারভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। এই বিস্তৃত উদ্দেশ্যমূলক নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত করি এবং ধরে নিই যে দেওয়ানি কার্যবিধি-র ধারা ৮৯ অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৬৯-ক-এর সুবিধা পক্ষগুলির মধ্যে আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তির সমস্ত পদ্ধতিতেও প্রসারিত হবে, যা আদালত পরবর্তীকালে আইনতভাবে পৌঁছেছে বলে মনে করে। এইভাবে, বর্তমান বিতর্ককে অন্তর্ভুক্ত করবে, যেখানে একটি ব্যক্তিগত নিষ্পত্তি হয়েছিল, এবং উচ্চ আদালতে আপিল প্রত্যাহার করার জন্য একটি মেমো দায়ের করা হয়েছিল।

এই ধরনের ক্ষেত্রেও, আপিলকারী, অর্থাৎ, এখানে ১ নং উত্তরদাতা আদালতের ফি ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন।

<u>উপসংহার এবং নির্দেশাবলী</u>

২২) এই আবেদনগুলি সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয় এবং ৮.০১.২০২০ তারিখের হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় বহাল থাকে।

২৩) আবেদনকারীদের ২০১২ সালের ৮৭৬ নম্বর এবং ২০১৩ সালের ৫৬৬ নম্বর আপীল মামলার জন্য উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা জমা করা আদালতের ফি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দেবিকা গুজরাল পিটিশন খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।